আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামের ইশতেহার থেকে, "ডিজিটাল যুগে সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য যোগাযোগ" (সেপ্টেম্বর 2021)

ডিজিটাল যুগে সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য যোগাযোগের প্রচারের নীতিমালাঃ

নারীর প্রতি সহিংসতা, শিশু নির্যাতন, দারিদ্র্য, সংঘাত, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বর্ণবাদ, অভিবাসন, শ্রম অধিকার, আদিবাসী অধিকার, স্বাস্থ্য, ভূমি, জলবায়ু – ইস্যু যাই হোক কেন-কার্যকর যোগাযোগ ছাড়া খুব বেশি কার্জক্রম করা যায় না।

এ কারনেই, আমাদের প্রয়োজন একটি সামগ্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল প্রযুক্তি তৈরি করা যা জীবন, মর্যাদা এবং ন্যায়বিচারকে ক্ষুণ্ন না করে প্রচার করে।

আমাদের এমন নীতিমালার প্রয়োজন যা সকলকে স্বচ্ছ, অবহিত এবং গণতান্ত্রিক বিতর্কে অন্তর্ভুক্ত হতে দেয়, যেখানে মানুষ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, ক্ষমতায়ন, দায়িত্বশীল নাগরিক সম্পৃক্ততা এবং পারস্পরিক জবাবদিহিতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন এখতিয়ার পায়।

যোগাযোগের অধিকার সংক্রান্ত ইতিহাসে নিহিত, এই নীতিগুলি এমন একটি বিশ্ব গড়বে যেখানে:

• প্রত্যেকেরই যোগাযোগ করার, জানানোর এবং জ্ঞান প্রচার করার অধিকার রয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন যোগাযোগের অবকাঠামোতে ন্যায়সঙ্গত এবং স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার।

• প্রত্যেকেরই তথ্য ও যোগাযোগের সমাজে অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে, বিশেষ করে সংখ্যালঘু এবং দুস্থজনগোষ্ঠীগণ। এর জন্য মিডিয়া অবকাঠামো এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলকভাবে পরিচালিত করা প্রয়োজন।

• প্রত্যেকেরই ন্যায্য এবং নিরপেক্ষ পাবলিক যোগাযোগের অধিকার রয়েছে। এর জন্য নৈতিক নিয়ম, জবাবদিহিতা এবং ভুল তথ্য উপস্থাপনের প্রতিকার প্রয়োজন।

• প্রত্যেকেরই মর্যাদা ও সম্মান পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এর জন্য মিডিয়া এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রয়োজন।

• প্রত্যেকেরই তাদের তথ্যের গোপনীয়তা এবং তথ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে, এমনকি ডাটা মুছে ফেলার যদি তারা মানবাধিকার লঙ্ঘন বা অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত না থাকে। এই বিষয়টি প্রতিটি ব্যক্তির ডিজিটাল পরিচয়ের অন্তর্নিহিত এবং অন্তর্ভুক্তিকরণ হওয়া উচিত । এর জন্য প্রয়োজন আইনি কাঠামো যা তথ্য গোপনীয়তার অধিকার এবং মানবাধিকার সুরক্ষার ভারসাম্য রক্ষা করবে।

• প্রত্যেকের নিজস্ব সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত পরিচয়ের অধিকার রয়েছে। এর জন্য ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানানো এবং মিডিয়ার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে প্রবেশাধিকার প্রয়োজন।

• প্রত্যেকেরই যোগাযোগ দক্ষতা এবং মিডিয়া সাক্ষরতার অধিকার রয়েছে । এটির জন্য সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং সংলাপ, আলোচনা, শোনা, উদারতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার দক্ষতা প্রয়োজন।

• প্রত্যেকেরই টেকসই শক্তির উৎসগুলিতে তাদের এখতিয়ার রয়েছ যা দিয়ে তারা ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রবেশাধিকার পায় । এর জন্য সৌর বা বায়ু শক্তির মতো প্রযুক্তির প্রবেশাধিকার প্রয়োজন।

• প্রত্যেকেরই সাশ্রয়ী মূল্যের ডিভাইস বা নিরাপদ স্থানে ডিভাইসগুলিতে সর্বজনীন অ্যাক্সেস পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এর জন্য অর্থনৈতিক সম্পদের পাশাপাশি "মেরামত করার অধিকার" প্রয়োজন।

বিস্তারিত প্রবন্ধের জন্য, দেখুন:

About the language

Bangla-Bengalis is the state language of Bangladesh. It is spoken by more than 210 million people as a first or second language, with some 100 million Bengali speakers in Bangladesh; about 85 million in India, primarily in the states of West Bengal, Assam, and Tripura and in many immigrant communities in the United Kingdom, the United States, Canada, and the Middle East. (Source: brittanica.com)

About the translator

Tamanna Dipu is a Canadian citizen with Bangladeshi background and Bangla is her native language. She works in the social services agency in Toronto. She loves volunteering as a translator; she translated memos, news, and letters for the Toronto District School Board as a volunteer. She is an employment coach and career strategist who helps "empower my clients in achieving their goals." Tamanna received a BASc in Family Community and Social Services at the University of Guelph-Humber in Ontario.